গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৫.২০১৯- ৪৪৫

তারিখঃ ২১ শ্রাবণ,১৪২৬
০৫.০৮.২০১৯

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ সেলিনা আক্তার (১৩১৫৮৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর, জামালপুর গত ১৪/১১/২০১৪ হতে ২৩/০৩/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪ বছর ৪ মাস ৯ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ৩০.০৪.২০১৯ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪২.২০১৯-৩০৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১০.০৭.২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ সেলিনা আক্তার (১৩১৫৮৪) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ সেলিনা আক্তার (১৩১৫৮৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর, জামালপুর এর সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ৩ (তিন)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ৩ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দন্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার গত ১৪/১১/২০১৪ হতে ২৩/০৩/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪ বছর ৪ মাস ৯ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(শেখ মুজিবর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব
(অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ)

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৫.২০১৯- ৪৪৫/১(১০)

তারিখঃ ০৫.০৮.২০১৯

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (এমআইএস এর কম্পিউটার ও ডাটা সিটে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৫। সিভিল সার্জন, জামালপুর।
৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সদর, জামালপুর।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (**মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য**)।
৮। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। ডাঃ সেলিনা আক্তার (১৩১৫৮৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, সংযুক্তঃ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সদর, জামালপুর।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম-নলকুড়ি, পোঃ ঘোড়াধাপ, উপেজলা ও জেলা- জামালপুর)।
১০। অফিস কপি।

০৫/০৮/২০১৯

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৪.২০১৮- ৪৪৬

তারিখঃ ২১ শ্রাবণ, ১৪২৬
০৫.০৮.২০১৯

আদেশ

যেহেতু, জনাব তাহমিদ জামিল, ঔষধ পরিদর্শক, ঔষধ প্রশাসন, গাজীপুর (সাবেক ভারপ্রাপ্ত ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, শেরপুর) (ক) ফার্মেসী পরিদর্শন, বিনা লাইসেন্সধারী ফার্মেসীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনিটরিং কার্যাদি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, (খ) দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার জন্য এ সুযোগে এলাকার অসাধু ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক ফুড সাপ্লিমেন্ট/অবৈধ ঔষধ ক্রয়/বিক্রয়ের সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন, (গ) প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ না করে আপনি স্বেচ্ছাচারিতা ও অদক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, যা সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী আচরণ বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং (ঘ) প্রযোজ্য শর্তাবলী ব্যতিত অস্তিত্ববিহীন ফার্মেসীর অনুকূলে (মেডিসিন শপ) ড্রাগ লাইসেন্স প্রদান করে আপনি অনৈতিক কাজ করার অভিযোগ রয়েছে বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে ২৪.০৩.২০১৯ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৪.২০১৮-২১৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১০.০৭.২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব তাহমিদ জামিল ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, জনাব তাহমিদ জামিল, ঔষধ পরিদর্শক, ঔষধ প্রশাসন, গাজীপুর (সাবেক ভারপ্রাপ্ত ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, শেরপুর) এর সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০২ (দুই)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ২ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দন্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

০৫/০৮/১৯
(শেখ মুজিবর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব
(অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ)

নং-নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৪.২০১৮- ৪৪৬/১(৮)

তারিখঃ ০৫.০৮.২০১৯

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন),ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা।
৩। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৪। ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, গাজীপুর/শেরপুর।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৬। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৭। জনাব তাহমিদ জামিল, ঔষধ পরিদর্শক, ঔষধ প্রশাসন, গাজীপুর (সাবেক ভারপ্রাপ্ত ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক, ঔষধ প্রশাসন, শেরপুর)
৮। অফিস কপি।

০৫/০৮/১৯
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১১.২০১৯- ৪৪৭

তারিখঃ ২১ শ্রাবণ ১৪২৬ / ০৫.০৮.২০১৯

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ মাসুমা তাবাসসুম (১২৭০৬৪), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা প্রেষণে- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম (এমএস (গাইনী) ফেজ-বি তে অধ্যয়নরত) গত ০১/১১/২০১৭ হতে ০৫/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪ মাস ৪ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ১৩.০৫.২০১৯ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১১.২০১৯-৩২৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ১০.০৭.২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

সেহেতু, ডাঃ মাসুমা তাবাসসুম (১২৭০৬৪), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা প্রেষণে- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম (এমএস (গাইনী) ফেজ-বি তে অধ্যয়নরত) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন সময় গত ০১/১১/২০১৭ হতে ০৫/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪ মাস ৪ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বকেয়া সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না। তাকে এ বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(শেখ মুজিবর রহমান) ০৫/০৮/২০১৯
অতিরিক্ত সচিব
(অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ)

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০১১.২০১৯- ৪৪৭/১ (১০)

তারিখঃ ০৫.০৮.২০১৯

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম।
৪। উপসচিব (পার-১/৩ অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৮। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৯। ডাঃ মাসুমা তাবাসসুম (১২৭০৬৪), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা প্রেষণে- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম (এমএস (গাইনী) ফেজ-বি তে অধ্যয়নরত)।
১০। অফিস কপি।

০৫/৮/২০১৯
মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৩.২০১৮-৪৪৮

তারিখঃ ২২ শ্রাবণ ১৪২৬
০৫.০৮.২০১৯

আদেশ

যেহেতু, ডাঃ সুমাইয়া রহমান (১৩৩৫৮০), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা গত ২৬/০৫/২০১৭ হতে ১৯/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৩৯ (দুইশত উনচল্লিশ) দিন অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ১৩.০৯.২০১৮ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৩.২০১৮-৩২৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানোর নোটিসের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক আনীত অভিযোগ প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে গত ১০.০৭.২০১৯ তারিখে পূণরায় তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, ডাঃ সুমাইয়া রহমান (১৩৩৫৮০) গত ২৬/০৫/২০১৭ হতে ১৯/০১/২০১৮ পর্যন্ত মোট ২৩৯ (দুইশত উনচল্লিশ) দিন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। অভিযুক্তের ১ম ও ২য় ব্যক্তিগত শুনানী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তার সেসময় পর পর দুই বার গর্ভপাত হওয়ার কারনে তিনি "মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার" নামক মানসিক সমস্যার সন্মুখীন হন। সেকারনে তিনি দায়িত্বপালনে অপারগ ছিলেন এবং গত ২৬/০৫/২০১৭ হতে ১৯/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এর ফলে তিনি সঠিক সময়ে কর্মস্থলে যোগদান করতে পারেননি। অতঃপর তিনি সুস্থবোধ করায় গত ২০/০১/২০১৮ তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেন।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ সুমাইয়া রহমান (১৩৩৫৮০) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ সুমাইয়া রহমান (১৩৩৫৮০), মেডিকেল অফিসার (চর্ম ও যৌন), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা এর সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০১ (এক)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ১ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দন্ড আরোপ করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার গত ২৬/০৫/২০১৭ হতে ১৯/০১/২০১৮ পর্যন্ত মোট ২৩৯ (দুইশত উনচল্লিশ) দিন কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

০৫/০৮/১৯

(শেখ মুজিবর রহমান)
অতিরিক্ত সচিব
(অভ্যন্তরীন প্রশাসন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ)
তারিখঃ ০৫.০৮.২০১৯

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৩.২০১৮-৪৪৮/১(৯)

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (এমআইএস এর কম্পিউটার ও ডাটা সিটে সংরক্ষন করার জন্য)।
৩। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস,তেজগাঁও, ঢাকা। [পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ ও প্রকাশিত গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শৃংখলা অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো]
৫। তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল,পাবনা।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৭। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৮। ডাঃ সুমাইয়া রহমান (১৩৩৫৮০), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল,পাবনা।
(স্থায়ী ঠিকানাঃ হাসপাতাল রোড, শালগাড়ীয়া, পাবনা সদর, পাবনা)।
৯। অফিস কপি।

০৫/৮/২০১৯

মোঃ আবদুছ সালাম
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd